নীলসবুজের প্রাণের দোলায়।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

কুমিল্লা, ত্রিপুরা।

দশ আনা।

কলিকাতা
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীটস্থ ইকনমিক প্রেস হইতে
শ্রীমনোহর সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পাঁচু,

আকাশ-ঢাকা বিশাল উৎসব-প্রাঙ্গণের অফুরন্ত আনন্দ-খেলার সহজ ছন্দে গাঁথা তোর-ই প্রাণের মতো নধর ভরপুর যে প্রাণ লক্ষ ভঙ্গিমায় লীলায়িত হয়ে উঠেছে তা' তোর খেলার মাঝে এনে তোর-ই সাথী করে রাখলুম্।

নিবেদন।

ভারতবর্ষ, নারায়ণ, মানসী, প্রতিভা, প্রাচী এবং মানসী ও মর্ম্মবাণী প্রভৃতি মাসিকে এই কবিতাগুচ্ছের কয়েকটী পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছিল, অবশিষ্ট কবিতাগুলো নূতন। বিচ্ছিন্ন অবয়বগুলোকে গেঁথে অখণ্ড স্বরূপে সাজিয়ে তুলেছি এ কাব্যে।

১লা ভাদ্র, ১৩৩৪ সন,
ঈশ্বর-পাঠশালা, কুমিল্লা। } গ্রন্থকার

ভূমিকা।

সহকর্ম্মী সহধর্ম্মী ও সহমর্ম্মী হিসাবে পুস্তকখানির একটী "পরিচয়িকা (?)" লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি।

কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হইল যেন একখানি উপলকঙ্করময় মুক্ত পল্লীপ্রান্তরের উপর দিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে করিতে চলিয়াছি—যে প্রান্তরখানি তাহার অন্তরের গভীর ও নিবিড় প্রাণরসে সতেজ পাণ্ডুশ্যাম নবদূর্ব্বাদলে ভরিয়া আছে—মাঝে মাঝে গন্ধতৃণের ফুল ফুটিয়া মৌমাছিকে আমন্ত্রণ করিতেছে।

প্রকৃতির নবনব লীলা বৈচিত্র্যে কোন নবীন কবির হৃদয়কে এমন অবাধ উল্লাসে আত্মহারা হইতে দেখি নাই। পুষ্পময়ী প্রকৃতির পানশালায় মদিরা পানে কবির যে উন্মাদনা, তাহা সর্ব্বত্রই কোথাও সুলগ্ন কোথাও বা অসংলগ্ন ভাবে,—অভিব্যক্ত হইয়াছে—তাহাতে অবশ্য কিছু কিছু অসংযম আছে। সীধুবিলাসী নবীন কুতূহলী মাত্রেরই প্রথম প্রথম সে দশা ঘটে। সংযমের সুশৃঙ্খলা লাভ করিলে ভবিষ্যতে এই প্রাণশক্তি ও উন্মাদনা যে একদিন কলাশিল্পের ক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিবে—Words-worth ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে কবির চিত্তে ব্যর্থ হইবে না—তাহার পূর্ব্বসূচনা এ কাব্যখানিতে যথেষ্টই আছে। ইতি

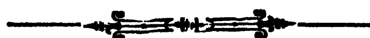
বরিশা হাইস্কুল,
২৪ পরগণা

শ্রীকালিদাস রায়

সূচী।

চার্‌দিকেতে কোন্‌ যাদু যে জাল বুনে মোর চোখে,
একটী পাতা উঠ্‌তে দুলে' বিশ্ব নামে বুকে।
ধরার সনে আমার যে যোগ—চিরদিনের যোগ,
মধুর হয়ে উঠ্‌ছে গো তা'র গভীর উপভোগ।

নীলসবুজের প্রাণের দোলায়।



প্রকৃতির কোলে।

বান্ ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ায়
ঢেউ জেগেছে রঙ বেরঙে,
বাঁধন-হারা পাগল যে গো
ক্ষ্যাপ্‌ছে হিয়ায় হাজার ঢঙে।
চল্‌ছি ওগো তা-ধিন্-ধিন্
উঠ্‌ছি নেচে বিশ্ব ভরে,
লোফালুফি খেল্‌ছি খেলা
আপ্‌না নিয়ে শূন্য 'পরে।
ঢং করে যাই ফুলের কাছে
গাল রাখি তা'র গালের' পরি,
কোমল হাতে বুকটী ঢাকি,
নেয় বা পবন শূন্য করি'।
কখন কুহু কণ্ঠে তুলে
দেই কোকিলে দেই গো ফাঁকি,
চুম্‌কুড়ি দেই বুল্‌বুলেরে
চার্‌দিকে সে চায় চমকি'।

পলাশ-থোবায় মেখলা পরি
কৃষ্ণচূড়া মাথায় গুঁজি,
রঙন-রাঙ্গা লতার মালা
দোলাই গলে—ফাগুন সাজি।

নৃত্য-দোদুল বইতে সমীর
হঠাৎ তারে লইগো টেনে,
বাহুর পাশে বুকের মাঝে
পাঁজর-ভরা আলিঙ্গনে।

জোছ্না ধারায় পাখ্না-পরা
পরাণ যে মোর চকোর-পাখী,
সব সোনা তা'র কুড়িয়ে এনে
বুকের নীড়ে জমিয়ে রাখি।

বেশ আছি গো আপন-তালে
যেমন খুসী যখন মনে,
ধরার ধূলি উড়িয়ে পায়ে
চল্‌ছি ধেয়ে প্রাণের গানে।

বিশ্বে বাঁধা দোল্‌না চড়ে
এম্‌নি সুখে দেই গো দোলা,
চাই না ফিরে কিছুর পানে,
মনের ঢঙে ঝুলন ঝুলা।
নাম্‌তে আমায় বল্‌ছো কি গো
থাম্‌তে আমায় বল্‌ছো কেন ?
থামাই যদি হইবে রীতি
দোল্‌না কি আর বাঁধ্‌তো হেন ?
নাচ্‌বো নাকো বল্‌ছো কি এ ?
গাইতে মোরে কর্‌ছো মানা ?
খাটিয়ে কেন রাখ্‌লো তবে
চাঁদ তারকার চাঁদোয়াখানা ?

রূপ-গানেতে জন্ম প্রাণের
ধরার স্বরূপ নিংড়িয়ে যে,
নইলে কি আর এমন করে
থাক্‌তো বাহির আঁক্‌ড়িয়ে সে ?
হাজার ধনে পূর্ণ যে ঘর
যুক্তিতে তোর ভাসিয়ে গেলো,
নিত্য যাহা দৈন্য-ভরা
ঘর কিনা সে-ই সত্য হলো !

যেমন খুসী বকো-ই না কো
যতই কর রঙ্গ-হাসি
পার্‌বো না ভাই পার্‌বো না তো
প্রাণের গলায় টান্‌তে ফাঁসী
তোমরা ভালো না-ইবা বাসো
দুঃখ আমার নেই কিছু তায়,
ভালোবাসার নিঝর ঢেলে
সোনার ধরা আমায় যে চায়।
চাই না কারো মুখের পানে
বাস্‌বে কিনা বাস্‌বে ভালো,
নীল-সবুজের নিঙড়িয়ে বুক
সবখানি মোর অঙ্গে ঢালো।

ধরার বাঁধন।

জনম জনম হেথায় যেন
আমার ছিল বাস,
এই আকাশে
এই বাতাসে
মিলিয়ে আছে আমার ইতিহাস।

এই ধূলোতেই রাশি রাশি
হাজার যুগের কান্না-হাসি–
আমার বুকের সকল রঙের গান,
এই ধরণী তাইতে বুঝি
আকুল করে প্রাণ।

চার্‌দিকেতে হাজার আঁখি
আপন করে চায়,
কোল বাড়ায়ে হাজার বাহু
আমায় ডাকে আয়।
বিশ্ব-জোড়া জানিয়ে কি যে
মধুর পরিচয়,
বিলিয়ে দেয় গো সবার মাঝে
আমায় জগৎময়।

পথের তৃণ।

ওই যে ছোট পথের তৃণ
ধূলায় পড়ে' পায়ের নীচে,
ভাব্‌ছ তা'রে বড়ই হীন—
রইছে বলেই রইছে বেঁচে।

যতই তা'রে ভাব্‌ছ খাটো,
অধম যতই লও গো মানি',
হোক্‌ সে ধরায় সবার ছোটো
চিত্ত যে তা'র বিশ্বখানি।

ফুল যে ফোটে ভোরের বনে,
নয়কো বনে,—তাহার বুকে ;
গানটী নাচে তারই প্রাণে
গাইতে পাখী মনের সুখে।

নিত্য ধরার রূপের গাঙে
যেই হাসি আর আনন্দ-গান,
সব হাসি-রূপ-গানের রঙে
রঙিন যে ওর সকল প্রাণ।

সমীর ভরা নাচ্‌না তা'র
ভাসায় গো যেই হর্ষ-সুখ,
ক্ষুদ্রের সেই আনন্দ-ভার
ধর্‌বে না তো আমার বুক।

আমার ধরা।

আমার ধরায় নাই কি বল ?
গগন ভরা মধুর হাসি,
কানন ভরা নধর খুসী,
সাগর মাঝে কোলাকুলি,
শ্যামল মাঠে গলাগলি,—
হর্ষে গানে গন্ধে মদির
মরম-তল।

নীলাকাশের নিবিড় স্নেহে,
মুগ্ধ তটের বাহুর মোহে,
বুকে আমায় বাঁধ্‌তে দে রে
আমার সোনার জগতেরে,
স্বর্গ তোদের চাই না আমি
তিলেক্ পল।

যে ঘুম ভরা পাখীর তানে,
লুকিয়ে যে ঘুম নদীর গানে,
যে ঘুম ফুলের হাসির তলে,
পাতার নাচে যে ঘুম গলে,
সে ঘুম এসে আমায় ভেঙ্গে
করুক্ জল।

উৎসব।

আকাশ-ঢাকা বিরাট ঘরে
উৎসবেরই উৎস ঝরে।
হর্ষ-খেলার মাতামাতি
চল্‌ছে দিবা চল্‌ছে রাতি।
আনন্দে চাঁদ প্রাণ উছলি'
চারদিকেতে পড়্‌ছে গলি'।
ঢেউ-শিশুরা সাঁঝ-সকালে
নাচ্‌ছে হাতের তালির তালে।
ছাপিয়ে আকুল পত্রগুলি
তরুর পুলক উঠ্‌ছে দুলি'।
শূন্যে উধাও বিহগ ছুটে,
হর্ষে গানে জগৎ লুটে।
হাজার প্রাণে দুকূল ছেপে
একটী নদী উঠ্‌ছে কেঁপে!
ওই যে ছোট ফুলটী দুলে
দিয়েছে পাখা সেও তো খুলে,
দিয়েছে সাড়া সবার সুরে,
লইছে লুটে বক্ষ পূরে'।

হায়রে শুধুই মানুষ মেতে
উঠ্‌লোনা এই উৎসবেতে।
এমন যে গো আনন্দ-গান
এ কেমন গো ছোঁয়নি পরাণ!
স্বার্থ-ভোগের অট্টরোলে
উৎসবেরে ডুবায় তলে।
হিংসা-দ্বেষে সোনার ধরা
নরক করে গড়্‌ছে ওরা।
পূর্ণ যদি এমনি বিষে,
মানুষ তবে শ্রেষ্ঠ কিসে?
'বড়'র বিচার পরের হাতে
থাক্‌লে মানুষ হার্‌তো তাতে।
চিরদিনই মানব হেন
থাক্‌বে কি গো অন্ধ-হীন!
মাত্‌লে মানুষ এ উৎসবে
কেমন ধরা হইত তবে!

আনন্দ-মেলা।

রঙিন কালো সুনীল সাজে
আকুল খেলায় মেঘ
আকাশ-ভরা ছোটে,
বিভোল দেহ পাগল-পারা
আবেগ-ভরা বুকে
এ-ওর গায়ে লোটে।

নিম্নে মাঠে হর্ষ-চপল
শস্য-শিশুর নাচ,
গলাগলির মেলা ;
ঠিক্‌রে হাসি হাততালিতে
নদীর কোলে নেচে
ঢেউরা করে খেলা

মাঝখানেতে ছড়িয়ে দিয়ে
ভঙ্গী-ভাঙ্গা পাখা
উধাও-ছুটা পাখী,
অসীম ভরে নাচ্‌না-গানে
শূন্য প্রসারখানি
আনন্দে দেয় মাখি'।

এমনি নিতি আনন্দ-ঢেউ
হর্ষ-সুখের মেলা
বিশ্ব ভুবন জুড়ে,
চোখ তুলে যে যখন চাহে
অমনি পাখা মেলে
আনন্দে সে উড়ে।

আনন্দের শিশু।

নিতেছ অসীম ভরিয়া
বিশ্ব-মাধুরী হরিয়া
পাগল অনিল ওরে,
ছুটিয়া টুটিয়া পড়েছ লোটিয়া
নিবিড় বাহুর ডোরে,
পাগল অনিল ওরে।

পাখীরা গাহে যা' গগনে,
ফুলে যে সুরভি গোপনে,
সকলি নিতেছ হরি',—
করুণ করেছ বুকটী তোমার
গন্ধ ও গান ভরি',
সকলি নিতেছ হরি'।

রঙিনে শ্যামলে কোমলে
বুলালে পরশ বুলালে—
কি মধুর মাখামাখি,
ডুবিছ জোছনা-রূপের সাগরে
লাবণি লইছ মাখি',
কি মধুর মাখামাখি।

ভ্রমর-চকোর সহজে
লুটিতে নিপুণ এত যে
তেমন পারে নি তা'রা,
যেমন লুটিয়া ভরেছ হৃদয়
ওরে ও পাগল-পারা
তেমন পারে নি তা'রা।

সোহাগে বিভোল ঢলিয়া
বাঁশরী সুরেতে গলিয়া
খেলা শুধু আর খেলা,
কেবলি বাঁধন কেবলি হরণ—
মধুর-মিলন-মেলা ;
খেলা শুধু আর খেলা।

প্রাণের উৎস।

অবয়বে-ই আস্‌ছে মানুষ
নেই কো কিছু আর,
কুড়িয়ে শেষে পরাণ সে পায়
বিশ্ব থেকে তার।
ধর্‌তে পারে যেটুক্ হিয়া
ঝর্‌ছে বুকের' পরি,
তাই দিয়ে সে অলক্ষিতে
উঠ্‌ছে গড়ি' গড়ি'।
গল্‌ছে আলোর বুকের ঝোরা
সোনার ঝরণায়,
গড়িয়ে পড়ে সোহাগ-রসে
বাতাস বন-ছায়।
ছুঁড়্‌ছে আবীর রঙিন সুরে
পাখীর ভরা বুক
জ্বাল্‌ছে হাসির মোতির বাতি
ফুলের রাঙ্গা মুখ।—
রূপ-রস-গান-আলোয় মিলে
যে রং উঠে গড়ি'
পূর্ণ সে হয় সে রং দেহে
যে লয় পূর্ণ করি।

ছোট্ট পাখীটি

গাইছে নেচে বকুল-ঝোপে
কোমল তানে
ছোট্ট পাখীটি–
স্বপন-ছবিটি।

বকুল-বুকে মাতন ধরেছে,—
ঝর্ ঝর্ ঝর্ কুসুম ঝরেছে।
কি উৎসব আজ পাখীর প্রাণে
নৃত্য-বিভল মত্ত গানে,
বিশ্ব ভুবন-বক্ষ-ভরা
তার সে নাচনটি,
ছোট্ট পাখীটি।

জগৎ-জোড়া কি সুর তুলেছে,
নৃত্যেতে তার নিখিল দুলেছে,
সকল ধরার বক্ষ থেকে
লইতে তারে হিয়ায় মেখে
বাহু আমার অসীম পানে
যায় যে গো ছুটি'
ছোট্ট পাখীটি।

ফুল-ফোটা।

অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরু,
ভাব্‌ছো তাহার নেইকো বুঝি প্রাণ,
বুকের মাঝে নেইকো কোনো গান,
নীরস সে যে বড়,
চিত্ত-বিহীন জড়।

ওগো ভুল করোনা তারে,
বক্ষ তারো ভাঙ্গছে প্রাণের ভারে ;
সকল সুরে প্রাণ দিয়েছে যোগ,
সে-ও তো সবি কর্‌ছে উপভোগ।

এই যে সমীর বাঁধ্‌ছে এসে বুকে,
অঙ্গে লোটে জোছ্‌না হাসি মুখে,
সব আলিঙ্গন স্পর্শ-হাসি
বক্ষ-ভরা রাশি রাশি
জমিয়ে হিয়ার কূলে
নধর তা'রি পুলক ব্যথা
মূক অচল ওই তরু
ফুটায় ফুলে ফুলে।

প্রকৃতির ডাক।

আগল ভাঙ্গিয়া পাগল চলেছে ছুটি',
বৃথাই তোমরা বাঁধিতে এসেছ জুটি'।
সমীরণ তা'রে কত কহে কত ছাঁদে,
জড়িয়া বেড়িয়া কেবলি বুকেতে বাঁধে।
হাসির আদরে আলো চেয়ে তা'র পানে,
পরাণ ছিঁড়িয়া কেবলি বাহিরে টানে।
'মরিয়া' হইয়া ছুটিয়াছে তাই আজ,
পারিবেনা কেউ রাখিতে মিছার মাঝ।
চারিদিকে যা'র পড়েছে ছুটীর সাড়া,
কে রাখিবে তায় বন্ধ করিয়া কারা ?
ক্ষ্যাপা সে যে আলো-বাতাসের ধন ওরে,
কেমনে রাখিবি ঘরের বাঁধন-ডোরে ?

ক্ষ্যাপার আহ্বান।

আয় ক্ষ্যাপা আয় খাপ্‌ছাড়া
প্রাণ-রাঙ্গা,
বাঁধ-ভাঙ্গা,
আয় সাঁচা আয় ভুল-ভরা।

চল্‌ ছুটে,
চল্‌ লুটে,
চল্‌ টুটে চল্‌ বাঁধ কারা।

লাফ্‌ তুলি'
কর্‌ কেলি,
তোল্‌ নেচে তোল্‌ জান্‌-মরা।

ঢাল্‌ হাসি,
ধর্‌ বাঁশী—
ভর্‌ গানে ভর্‌ সব ধরা।

পড়্‌ ঢলে
বান ঢেলে—
দে ঢেলে দে প্রাণ-ধারা।

বাঁধন-হারা।

দখিণ হাওয়ার মতো
চলার বেগে আয় চলে আয়
মাতন-ভরা,
ওরে বাঁধন-হারা।
বুলিয়ে দে তোর জীয়ন-কাঠি
ফাগুন-গড়া।
ফিন্‌ফিনিয়ে আগুন আজি
সোণার রঙে সকল ধরায়
আকাশ ভরা উঠুক ছেয়ে,
ফুলের মেলায় গন্ধ-বিধুর
হাজার কোকিল উঠুক্ গেয়ে।
খেয়ালে তোর আয় খেয়ালী,
আয়রে সহজ আয়রে ভোলা,
আয়রে অমিল, প্রাণের পাখায়
আয়রে দুরন্ত ;
নাচনে তোর নাচুক্ মরা,
তুড়ীর ঘায়ে উড়ুক জরা
হিয়ায় হিয়ায় জ্বলুক ফাগুন—
লাগুক্ বসন্ত।

সহজের পথে।

সহজ পথে চলা—
সেথায়ই যে রে সত্য শ্রেয়
সুন্দরেরি মেলা।

দেয়না বলে যা' তোরে কেউ,
আপনি বুকে তোলে রে ঢেউ,
সহজের সে লীলার মাঝে ভাসিয়ে দে ভেলা।

পরাণ যা' চায় সেইতো পরম,
সহজ ফেলে কোথায় ধরম ?
আপন যাহা আপনি আসে, করিস্‌নেরে হেলা।

পথকে ডেকে চল্‌তে হবে
মিথ্যা এমন নেইকো ভবে,
পথের ডাকেই চলে যে তোর সত্য হবে চলা।

চল্‌ উড়ে চল্‌ পাখীর মত,
ছোট্‌না যেন নদীর স্রোত,
প্রাণের পথে পাগল হয়ে জমিয়ে তোল্‌ খেলা।

হাসিয়ে নে।

হাসিয়ে নে রে হাসিয়ে নে,
হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ হাসিয়ে নে,
দেখিস্‌নি কি জগৎ জোড়া
ঝর্‌ছে হাসির পাগ্‌লা-ঝোরা,-
দিয়েছে এ মুখ হাসির তরেই গড়িয়ে রে,
রাখিস্ কেন কান্না-বিষে জড়িয়ে রে।

হাসিয়ে নে রে হাসিয়ে নে,
ধাবিয়ে দে দুখ্, দাবিয়ে দে।
হাস্‌ছে কানন হাস্‌ছে তরু,
সলিলাকাশ হাস্‌ছে চারু,
নিস্‌নে জীবন ভুল করে তুই সরিয়ে রে,
হাসির মেলায় দে হাসি তোর ছড়িয়ে রে।

মনের ক্ষ্যাপা।

আজকে মনের কুঞ্জবনে
ফুল-ফোটা তা'র সকল কোণে,
কোন্ ক্ষ্যাপা গো হেলায় ফেলায়
উঠ্‌লো মেতে ছেলেখেলায় ;
যোগ দিতে যায় ঢেউয়ের দোলে
নৃত্য-পাগল সাগর-কোলে।
পাপড়ি সাথে ভাব করে' সে
থাক্‌তে যায় গো পাপড়ি পাশে।
চাঁদ-তারকা দু'হাত ভরে
চায় সে ছিঁড়ে কণ্ঠে পরে।
আলোয় মেলে রঙিন পাখা
প্রজাপতির ছন্দমাখা।
ঝরা ফুলের শয্যা'পরে
পথের'পরে গড়িয়ে পড়ে।
পাখীর গানের ঝর্ণা-তলে
তাল-বেতালে নাচে চলে।
স্নান করে সে চাঁদ-জোছনায়
রঙিয়ে ওঠে সোনায় সোনায়।

সমীর সাথে পড়্‌ছে ঝরে
রূপের ধরা বক্ষে ধরে'।
এমনি যে গো আজ বসুধা
পাত্র ভরা সাধ্‌লো সুধা,
কণ্ঠে আকুল তৃষ্ণা লেগে
পাগল আমার উঠ্‌লো জেগে।
বিশ্বেরে সে তৃষার সুখে
কর্‌তে চায় পান এক চুমুকে

প্রাণের ফাঁস ।

গোপন হয়ে সবার বুকে যেই কথাটি রয়
পরাণ চাহে ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌তে ভুবনময়
সাগর-বুকে ঢেউয়ের মতো বন্ধ-বাঁধন-হারা ;
পাখীর মতো চায় মন পেতে আকাশ-মাঝে ছাড়া ।
হাওয়ার মতো ধরার মাঝে লুট্‌তে চাহে প্রাণ
বক্ষে লয়ে ঝির্‌ঝিরানো লক্ষ পাতার গান ।
মনুষ্যত্বের মিথ্যা দোহাই আস্‌ছে নেমে পথে,
সভ্যতা যে চল্‌তে তা'রে দেয় না কোনো মতে ।
লোকাচারের মিথ্যা-মাঝে ছট্‌ফটে সে মরে,
বেদন ঢেকে কণ্ঠে যে গো তবু সে ফাঁস পরে ।
এমনি ভুলে খোসার মাঝে জীবন অবসান,
হায় রে মানুষ ! মানুষ যে তোর আর পেলো না স্থান

অশ্রুর জন্ম।

অজ্ঞাতে প্রাণ থাক্‌তো ফুটে
অঝোর হাসি পড়্‌তো লুটে,
ফুটার সুখে ফুট্‌তো শুধু,
কোষে কোষে জম্‌তো মধু।

বুদ্ধি দিলো যখন সাড়া
তুচ্ছ করে' ফুলের ধারা,
পথ ভুলে নিজ-পথে হাঁটা
পায়ে পায়ে ফুটায় কাঁটা ;
নাম্‌লো চোখে অশ্রু আসি',
নিব্‌লো মুখে মধুর হাসি।

বসন্তে।

নাম্‌লো ওগো
নাম্‌লো ধরায়
বসন্ত যে আজ,
ধরায় কোথা ?
রূপ মেলেছে
মোর প্রাণেরি মাঝ।
প্রজাপতির
লক্ষ ডানা
দেখ্‌ছো না মোর এই,
ঢেউ দিয়ে যে
চল্‌ছি উড়ে
আনন্দে ধেই ধেই।
ঢল্‌ঢলে মোর
পাপ্‌ড়ি তৈরি
নিঙ্‌ড়ে সকল ফুল,
লাগ্‌তে বায়ুর
সোহাগ-ছোঁয়া
অম্‌নি নাচন-ভুল্‌।
কোকিল-কুহু !
হাঃ-হাঃ-হাঃ—
তার কোথা সে সুর

মনের বাঁশী
বাজ্‌ছে আমার
যেই সুরে ভরপূর ?
লাখ ভ্রমরের
তৃষ্ণা জ্বেলে
গড়্‌লে কে মোর বুক !
আজ্‌কে ধরার
সব লুটে মৌ
ধর্‌ছে না মোর সুখ।
সাম্‌লাতে মোর
পার্‌বে কেরে
পাগল প্রাণের তোড় ?
খেয়াল-খেলায়
ভরাট হিয়া
প্রেম-পুলকে ভোর।
বিশ্ব আমার
আমিই ধরার,
নাইকো বাধা নাই,
নিখিল ধরায়
আজকে পাতা
মোর সিংহাসন ভাই।

ফাগুনে।

এলো প্রেম-রা—জা,
সাজা প্রাণ সা—জা।

তরুটীরে না—ড়ো,
ঝুনো পাতা ঝা—ড়ো।

সবুজেরি আ—লো,
তারি মাঝে জ্বা—লো।

খোলো মুখে হা—সি,
খোলো বুকে বাঁ—শী।

মেলো হেন আঁ—খি,—
বাঁধে রাঙ্গা রা—খী।

চলো ছুঁয়ে ছুঁ—য়ে,
নেচে নেচে নু—য়ে।

গানে গানে ছু—টো,
বুকে বুকে জু—টো।

খেলো আজি খে—লা,
আজি প্রেম-মে—লা।

দশ দিশি ছি—টে,
প্রেম-মধু মি—ঠে।
পাতে কোল মা—টি,
প্রাণে প্রেম বা—টি।
এলো প্রেম রা—জা,
করো মন তা—জা।

মধুমাস।

মধুর হাঁড়ি আজ্‌কে যে গো ভাঙ্গলো মধুমাস,
মধুর মহামহোৎসব আজ মধুর মহোল্লাস।
আকাশ ভেঙ্গে ঝর্‌ছে মধু আলোর ঝরণায়,
মলয় বহে মেদুর হয়ে মধুর মদিরায়।
চল্‌তে পথে চরণ-তলে তৃণের পরশন,
জ্বালিয়ে দেয় গো সকল রোমে মধুর শিহরণ।
ঢেউয়ের দোলে সাগর-কোলে উথ্‌লে মধু আজ,
মাতাল ধূলি মধুর হোলি খেল্‌ছে পথের মাঝ।
ঢাল্‌ছে মধু ফুলের হাসি, ঢাল্‌ছে পাখীর গান,
দোদুল পাতার পুলক-নাচে ছুট্‌ছে মধুর বান্‌।
ফিরাই আঁখি যখন যেথা যেই দিকেতে চাই—
ঝল্‌কে ওঠে জলে-স্থলে কেবল মধু, ভাই।
স্বরগ-ধরা মিলায়ে মধুর ঢেউ উঠেছে দেখ্‌,
দশদিকেতে আজ্‌কে মধুর বিরাট বিশাল এক।
ডুব দিয়ে আজ মধুর মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে প্রাণ,
নিখিল অলির তৃষ্ণাতে তুই কর্‌রে মধু পান।

ফুল-ফাগুনে

ফুল-ফাগুনে ফুলে ফুলে সাজ্‌লো ধরণী,
ফুলের রাজা আস্‌লো বেয়ে ফুলের তরণী।
ফুলের নিশাস গায় লাগে গো, ফুল-ভরা হাওয়া,
প্রাণ কেড়ে নেয় যেই দিকে চাই ফুলেরি চাওয়া।
ফুল ফুটারই গান গাহে আজ কোকিল পুলকে,
ফুল-ফুটারই গান গগনে আলোর ঝলকে।
আজ্‌কে কেবল ফুল-ফুটারে ফুলের ফাগুনে,
ধরিয়ে নে তোর মনের বন এই ফুলের আগুনে।
সকল রোমে জ্বালিয়ে দেরে ফুলের দেয়ালি,
ফুলের নেশায় বিভোর হয়ে ফুলের খেয়ালি।
সকল ফুলে একটী হয়ে ফুট্‌রে ধরাতে,
ফুলের রঙে ফুলের ঢঙে ফুলের ধারাতে।

দোল।

দোল এলো রে বিশ্বভরা দোল,
আয় তোরা কে দুল্‌বি দোদুল-দোল।
বাঁধলো রে দোল দক্ষিণা মলয়,
মাতন-ভরা সবুজ কিসলয় ;
দোল জমালো—সবার সেরা দোল,
বন-বাগানে কোমল ফুলের কোল।
তরুণ পাতার চিক্‌-আড়ালে পিক,
ছুটায় রঙের পিচ্‌কিরি সব দিক্।
গন্ধে হোরির পিচকিরি দেয় ফুল,
মনের বসন হয় রঙে তুল্ তুল্।
জাম্‌রুল মউল চল্‌তে মাথার ’পর,
মুঠায় মুঠায় ফাগ ছুঁড়ে ঝর্ঝর।
আবীর মুঠে গুল্ হাসে ঝল্‌মল্,
রঙ-ঝারি কে ভাঙ্গলো পলাশ-তল।
ভাঙ্গলো ঝারি সিমুল পথের মাঝ,
হোলির রঙে রঙিণ মাটি আজ।
আয় ছুটে আয়, আজ ঘরে কে রয়,
দোল লেগেছে দেখরে জগৎময় ;
খোল্‌রে হিয়ার পিচ্‌কিরিটী খোল্,
বিশ্ব সাথে খেল্ হোরি খেল্ দোল্।

মউল-ডালে।

ফুল-ভরা ওই মউল-ডালে
দুলিয়ে চরণ বোস্ যেয়ে,
ঝরিয়ে দিয়ে ঝর্ণা সুরের
বাঁশীর গানে ওঠ্ গেয়ে।

করবে সে গান এমনি আকুল,
মরতে চা'বে তোর বুকে ফুল—
গন্ধে এসে বুকের ব্যথা
লোট্‌বে রে তোর বুক ছেয়ে।

মলয় শেষে মিলন-ডোরে
ফুলের সাথে বাঁধ্‌বে তোরে,
রসের নেশা কর্‌বে বিভোল
ঢুল্‌বে নয়ন ঘুম পেয়ে।

ঘুমের রাণী।

কোন্ সে ঘুমের রাণী,
ও তুই কোন্ সে ঘুমের রাণী ;
ছড়িয়ে দেছ বিশ্ব ভরা ঘুমের আঁচলখানি।

ওগো ঝরে যে ঘুম ঝরে
ক্ষণ চাইতে আঁখি 'পরে,
গন্ধে গানে ঝর্‌ছে কাণে ঘুম-পাড়ানো বাণী।

কোন্ সে ঘুমের রাণী,
ও তুই কোন্ সে ঘুমের রাণী ;
ফুলের কানায় ঘুম ঝরায়ে বিছাও আঁচলখানি।

ও তোর হাতের মৃদুল ছোঁয়া
আজি বুলায় দখিন হাওয়া,
'বিশ্বধরার বুক সেঁচে মোর নামালে ঘুম আনি'।

প্রকৃতির খোকা।

আজকে আমি প্রকৃতি তোর হলেম খোকা,
তোল্ মা কোলে আঁচল পেতে আদরমাখা।
নীল-সবুজের কোল ভরা তোর উঠ্‌ব মাতি',
দিক্‌বিদিকে ছুটব হয়ে হাওয়ার সাথী।
ঢেউয়ের সনে তাথৈ নেচে আস্‌ব ছুটে,
ঝাঁপ দিয়ে মা ও তোর বুকে পড়্‌ব লুটে।
কখন তোরে পাগল করে পালিয়ে যাব,
কাঁজল মেঘের আড়াল থেকে হেসেই চা'ব।
জমিয়ে দিলে তোমার সাথে এমনি খেলা,
ফির্‌ব যখন ধূলোয় মাখা সাঁঝের বেলা,
আনন্দ এই—তুই যে তখন লইবি চুমে,
তোর কোলেরই স্নেহের মাঝে পড়্‌ব ঘুমে'।
করুণ চোখে রইবি চেয়ে মুখের পানে,
রাখ্‌বি ঘেরে আঁচল মেলি গন্ধে গানে।

তৃণের মায়া।

বিমুক্ত হৃদয়ে মূর্ত্ত
আনন্দের মত
ধান্য-শিশু যত
অসীমের কোল-ঢালা
সারা মাঠ ছেপে
ওঠে কেঁপে কেঁপে।
সমীরের উৎসাহেতে
করি গলাগলি
প্রাণে পড়ে ঢলি'।
জড়াইয়া অঙ্গে অঙ্গে
মোরে লয় টানি'
ছোট্ট করি' আনি'।
ঘেরি মোরে সবুজের
লীলা ওঠে ফুলি'—
সবুজের হোলি।

সীমা-হীন মৌন-মাঝ
কি আনন্দ-মায়া
ভাঙ্গে মোর কায়া।
হিল্লোলিয়া দিকে দিকে
সত্তা মোর জাগে
স্তব্ধ আঁখি-আগে!
দেহ-প্রাণ-মাঠ গলে
গেছে এক হয়ে
সারা বিশ্বে বয়ে।

কাব্য-রাণী।

টল্ টল্ টল্ দীঘির জল
ঢেউয়ে কাঁপে কমল-দল
হাঁস ফিরে তার আড়ে,
চপল অলির পায়ের রেণু
সাদা পাখায় ঝরে।

তুই যে গো সেই কমল-বনের রাণী,
হীরার বৈঠায় ভাসিয়ে চলিস্
সোণার তরীখানি।

বৈঠা এনে দেস্ তুই আমার করে,
ভুলে যাই গো বাইতে আমি—
পড়্ছে বৈঠা ঝরে।

ঢল্ ঢল্ ঢল্ লতার দুল্
তুল্‌তুলে তায় রঙিন্ ফুল,
টুক্‌টুকে তায় টুনি
ঝরাফুলের ঝর্ণা-তলে
উঠেছে রণ্‌রণি'।

বুলিয়ে পাখা গন্ধ-বিধুর বায়ে
বাঁশীর ব্যথায় উড়িস্ গেয়ে
তারই ছায়ে ছায়ে।

বাঁশী এনে দেস্ তুই আমার করে,
ভুলে যাই গো গাইতে আমি—
পড়্‌ছে বাঁশী ঝরে।

খুকীর বাঁধা ঘরখানি

খুকি,

তোর খেলায় বাঁধা ঘরখানি যে
আমায় রাখে ঢাকি'।

আপন মনে যতন করে
গেছিস্ কখন ঘরটী গড়ে,
মনটী রেখে গেছিস্ ওরে
ঘরের বুকে আঁকি'।

ঝিল্‌মিলে তোর মনটী ঘরে
ফুটায় গোলাপ থরে থরে,
নতুন পাতা নাচন ধরে,
কোকিল ওঠে ডাকি।

ছোট্ট সে তোর ঘরটী ঘেরে
চিত্ত আমার বেড়ায় ফেরে,
ঘরের সাথে পেয়ে তোরে
পরাণ জুড়ে রাখি।

প্রেমের সৃষ্টি।

ছি! ছি! ছি! করিস্ কি!
দেখিস্‌নি কি দেখিস্‌নি?
আলো-হাওয়া আলিঙ্গনে
জড়িয়ে আছে তোর অঙ্গণে,
তারায় ফুলে হাসাহাসি
কতই ভালোবাসাবাসি,
প্রাণে প্রাণে মাখামাখি,
হিয়ায় হিয়ায় বাঁধা রাখী।
এ হেন জগৎ আঁকা,
এ হেন সোনায় মাখা!

আহা-হা! করিস্ কি!
ঢালিস্ কালি ছি! ছি! ছি!—
ধরাতে চলিস্ ফিরি
বিরূপ করি তারি ছিরি,
করিস্ প্রাণ হানাহানি,
স্বার্থ লয়ে টানাটানি,
শোণিতে রঙাস্ তোরা
বিধির এ প্রেমের ধরা।
প্রেমেতেই জনম ধরি
কি সাজে উঠ্‌লি গড়ি'!

স্বরূপ-হারা।

বর্ণে গানে গন্ধে গড়ি
উঠ্‌ছে যে ঢেউ
দশ দিকে আজ বিশ্বভরে,
আহা-হা! উঠ্‌লি না তো
তার টানে কেউ
পাগল হয়ে মানুষ ওরে!

ঢেউর সে রঙেই গড়্‌লো তোরে
রূপ দিলো তায়,
সং সেজে তুই ঢাকলি তারে,
আপন-মাঝে রইলি না তাই
শান্তি তোর হায়,
মিল্‌ল না যে মিল্‌ল না রে!

জীবন-বেদ।

চার্‌দিকের এই গন্ধ-গানের মাঝে
সহজ মধুর নাম্‌ছে যা' তোর প্রাণে,
আলোয় তারই চলিস্‌ রে সব কাজে
পথ-ভোলা তুই বিশ্বেরি মাঝখানে।

নিত্য বাঁচন যেমন ধারা চলে,
জীবন কোথা? মৃত্যু কেবল তায়;
জীবন সেথা মরণ-সাগর-জলে
হাবুডুবু খাচ্ছে শুধুই হায়!

জ্ঞানের গর্ব্ব।

নিজে পূর্ণ হয়েছ কি
দিবে যে গো পরে ?
অপূর্ণতা লয়ে বাধা
দিতে যাও নরে ?

পূর্ণতার-ই মাঝ থেকে
দাও নিতে বুকে
কুড়াইয়া যাহা পায়
আপনার সুখে।

আপনার জীবনের
ক্ষুদ্র বেড়াখানি
বড়রে করিতে খাটো
এনোনাকো জ্ঞানী।

নিজ জ্ঞানে নিজে ভোর
থাক তা-ই ভালো,
কে জানে গো তা'র ঘায়
নিভে কোন্ আলো।

প্রকৃতির গঠন।

শরৎ যদি রইতো থেমে,
বসন্ত না আস্‌তো নেমে,
ফিঙ্গে নাহি নাচ্‌তো গাছের ডালে,
পাগল হাওয়া বুকের'পরে
যদি-ই নাকো পড়্‌তো ঝরে
কোমল পরশ বুলিয়ে কোনো কালে

পাতার নাচে শ্যামল ছিরি
প্রাণ যদি না থাক্‌তো ঘিরি,
আলোক নাহি পাত্‌তো সোনার কোল,
গন্ধে রঙে পাপড়ি খুলি'
ফুলের প্রাণ না উঠ্‌তো দুলি',
বিহঙ্গ না তুল্‌তো মধুর বোল,

রসের ভারে ভাবের বানে
প্রাণের তরে প্রাণের টানে
ভাঙ্গতো কি আর এম্‌নি করে বুক ?
পশুর সেরা পশুর মত
উঠ্‌তো গড়ে মানুষ যত—
রক্ত-মাখা থাক্‌তো তাদের মুখ।

হায় তাদেরি বুকের'পরে
নিত্য যে রস এম্‌নি ঝরে
থাক্‌তে তবু চায় না যে তার কণা,

চার্‌দিকেতে ছড়িয়ে সুধা
রাখ্‌লো তারে এই বসুধা,
ফোঁসিয়ে তবু উঠ্‌ছে বিষের ফণা।

বিশ্ব-স্বর্গ ।

এ কেমন গো ! সোনার হেন
জগৎখান
পায়ের কাছে হেলায় ফেলে
খুঁজিস্ আন্ !
আর কোথা কি কমল-বনে
বেড়ায় হাঁস,
মিলিয়ে থাকে মলয়-মাঝে
জুঁইয়ের বাস ?
শ্যামল ঘাসে মুক্তা-সম
শিশির-জল,
কানন-ভরা হাসির হোরি—
ফুলের দল ?
মাণিক-জ্বালা-জোনাক-সাজা
লতার ঝাড়,
হিজল-ফুলে শয়ন-পাতা
জলের ধার ?
ভোরের বেলা কনক-ঢালা
তরুর শির
দিনের শেষে আবীর-রাঙ্গা
অকূল তীর ?

পুলক-রসে পরাণ-গলা
চাঁদের মুখ,
মৃদুল দুলে উথ্‌লে-উঠা
নদীর বুক ?

ঝালর-ঝুলা-পাতার ফাঁকে
পাখীর গান,
ফুলের কানে গুন্‌গুনিয়ে
অলির তান ?

আকাশ-কোণে সোনার উঁকি
মেঘের মাঝ,
তরুণ পাতায় তরুর চারু
রঙিন সাজ ?

আলোক-ছায়ায় ঢেউ-খেলানো
বীথির তল ?
যেথায় এত আবার কোথা
স্বরগ বল্‌ ?

গাঙের কূলে

ধূলিখেলার দিনগুলো মোর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে গো
আসছে ভেসে মনে,
ছল্‌ছলিয়ে ঢেউ-শিশুদের সনে।

আমার বিজন শূন্য হিয়ার পাতে
সুদূর কথা লিখিয়ে লহর হাতে
কাব্য কেমন রচে,
চিত্ত হেন মুক্ত আকাশ-তলে
বাধা-বিহীন উঠ্‌তো ফুলে' ফুলে'
হর্ষ-সুখের নাচে।

সেই তো আঁখি সেইতো করতালি
সেই তো হাসি তেমনি হৃদয় ঢালি',
সেই তো মায়াছলে
লোটিয়ে পড়া পুলিন-বুকে যেয়ে,
আন্‌ছে মনে—আনন্দেতে ধেয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়া কোলে।

স্বপন-দেশের সোনার পাখী সম
পাখায় ভরা স্বপন ছিল মম,—
স্বপ্ন সকল কাজে,
সম্বন্ধ-লেশ নাইকো কাজে মোটে
অর্থ-বিহীন চল্‌তো হিয়া ছুটে'
বিচিত্রতার মাঝে।

হোঁচট-খাওয়া প্রজাপতির পাছে,
জোনাক-ধরা ঝোপের কাছে কাছে,
চাঁদামামায় ডাকা,
নিঠুর যবে দিত না আর ধরা,
ঠোঁট ফুলিয়ে ব্যথার নয়ন-ঝরা,
ধূলায় তনু মাখা।

চপল পায়ে উড়িয়ে পথে ধূলি
গলাগলি প্রাণের কথা তুলি',
সাথীর সাথে চলা ;
নৃত্য-বিভোল মুগ্ধ পাতার ছায়ে
ঝরাফুলের আশিস মাথে লয়ে
দোল্‌না মাঝে দোলা ।

ধূলিখেলার দিনগুলো মোর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে গো,
আস্‌ছে ভেসে মনে
ছল্‌ছলিয়ে ঢেউ-শিশুদের সনে

মহতের আকিঞ্চন।

যুগ যুগ ধরি ভক্ত মগ্ন তপস্তায়,
একদিন ভগবান ক'ন—
"মুগ্ধ তব ধ্যানে আমি, আসিয়াছি তাই,
লহ বর যাহা আকিঞ্চন।"
উত্তরিলা ধীরে ভক্ত ভক্তি-রুদ্ধ স্বরে,
"দিতে আর রাখিয়াছ কি ?
না চাহিতে দিলে সব হে করুণাময়,
চাহিবার এই শুধু বাকী—
নহে তাহা ধনৈশ্বর্য্য মাণিক-রতন,
নহে স্বর্গ কিংবা যশোমান ;
নিখিল পাপের বোঝা দিয়ে মোর শিরে,
জগতেরে কর মুক্তি দান।"
ভগবান ক'ন—মুগ্ধ করুণা-বিভোল—
"দিতে যাহা এসেছিনু তোরে,
লক্ষগুণে আজি তুই একি মায়া ছলি'
শূন্য করে নিয়ে গেলি ওরে !